গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা

সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভা

সভাপতি	মোঃ মোস্তফা কামাল সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১৯-০৯-২০২৩ খি.
সভার সময়	সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক: সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ। পরিশিষ্ট-খ: সভায় ভার্চুয়াল প্লাটর্ফমে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ।

সভাপতি কর্তৃক সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। তিনি সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সংস্থাসমূহের প্রধানগণ, প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন**	গত ২৮.০৮.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধণী না থাকলে অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	কোন সংশোধণী না থাকায় গত ২৮-০৮-২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	-
২.	**বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি**	মন্ত্রণালয়ের এপিএ টিম লিডার সভায় জানান, এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সভাপতি জানান এপিএ Target সমূহ Challangeable and achieveable হতে হবে। স্বাক্ষরিত এপিএতে কোন সংশোধনের প্রয়োজন থাকলে ২৬ সেপ্টেম্বর'২০২৩ মাসের মধ্যেই সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার সকল এপিএ টীম কর্তৃক নিয়মিত সভা করতে হবে। দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ও মন্ত্রণালয়ের এপিএ টীম লিডার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। ২) সম্পাদিত কর্ম সম্পাদন চুক্তি পরিবর্তন করতে হলে তা অবশ্যই ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিবর্তনের প্রস্তাব মন্ত্রাণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধান (সকল)। ২. এপিএ টীম লিডার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৩.

৩.	**ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ইনোভেশন এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ**	সিস্টেম এনালিস্ট নৌপম সভায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থাসমূহের ই-নথি/ডি-নথি কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আগস্ট মাসে ৯৪.৯৬% ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন করেছে। সংস্থা সমূহের অগ্রগতি সন্তোষজনক। তিনি জানান নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়। পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান জানান ডি-নথি ব্যবহার জটিল ও সময়ক্ষেপণ বেশি হয় বিশেষ করে সংযুক্তির ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে। সভাপতি জানান, যে সকল দপ্তর/সংস্থা ডি-নথি ব্যবহার করছেন তারা ডি-নথি ব্যবহারের যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন অতিসত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ই-নথি/ডি-নথিতে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তি না করে ই-নথিতে নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে। ৩. ডি-নথি ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা সমূহ লিখিত আকারে ডি-নথি ব্যবহারকারী দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ। ২. সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. ইনোভেশন টীম, নৌপম ৪. যুগ্ম-সচিব, প্রশাসন, নৌপম।

৪.	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ**	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা সমূহের বিবেচ্য মাস (আগস্ট) পর্যন্ত সাধারণ আপত্তির মোট সংখ্যা=৫০২টি, অগ্রিম আপত্তির মোট সংখ্যা=৮৯৫টি, খসড়া (সংকলন) আপত্তির মোট সংখ্যা=১৬৩টি, মোট আপত্তির সংখ্যা=১৫৬০ ও জড়িত টাকার পরিমান =১৪৬৫২.৮৪ (চৌদ্দ হাজার ছয়শত বায়ান্ন কোটি চুরাশি)। মোট নিষ্পত্তি (সাধারণ ১৪টি+অগ্রিম ১৮টি)=৩২টি, মোট নিষ্পত্তি জনিত টাকার পরিমাণ =৩৯৩.৯১ (তিনশত তিরানব্বই কোটি একানব্বই লক্ষ) টাকা। উপসচিব (আইন ও অডিট) সভায় জানান প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার সর্বোচ্চ আর্থিক জড়িত ৫টি অডিট আপত্তি বাছাই করা হয়েছে; যার সঙ্গে মোট আপত্তির প্রায় অর্ধেক আর্থিক বিষয় জড়িত রয়েছে। তিনি সভাকে জানান ২১-০৯-২০২৩ তারিখে চবক, বিএসসি, এনএমআই, মেরিন একাডেমীর সর্বোচ্চ ৫টি অডিট আপত্তিসহ মোট ৩৩ টি অডিট আপত্তি নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও জানান, ২৭-০৯-২০২৩ তারিখে সর্বোচ্চ ৫টি অডিট আপত্তিসহ মোট ২১ টি অডিট আপত্তি নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি কর্তৃক এভাবে সভা করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. দপ্তর/সংস্থা সমূহের চিহ্নিত সর্বোচ্চ আর্থিক জড়িত ৫টি করে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১.সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৫.	**দেওয়ানী ও রিট মামলা সংক্রান্ত তথ্য**	উপসচিব (অডিট ও আইন) সভায় জানান যে, প্রতিবেদনাধীন মাস (আগস্ট) পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সর্বমোট মামলা ৫৪১টি। এর মধ্যে সরকারের পক্ষ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৭টি। সরকারের বিপক্ষে ০১টি। তন্মধ্যে ৫০৫টির জবাব দাখিল করা হয়েছে। ০৮টির জবাব দাখিল করা হয়নি। জবাব দাখিলসহ মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন মামলা যা আছে তা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৬.	**তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)**	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অধীনে স্বপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য সমূহের ১) ৫ ধারা মোতাবেক তথ্যাবলীর ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ এবং ২) স্বপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।	১. সেবা গ্রহীতাগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. এ বিষয়ে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ/ ওয়েবসাইট নিয়মিত আপলোড করতে হবে। ৩. তথ্য অধিকার আ্রইনের আওতায় সময়মত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. মন্ত্রণালয়েরে এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।
৭	**নাম পদবি ব্যবহার সংক্রান্ত**	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মোবক, পাবক, বাস্থবক এবং জানরক এর পদনাম/পদবি পরিবর্তন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র পদনাম/পদবি পরিবর্তনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। অর্থ বিভাগের শর্ত মোতাবেক প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ-কে গত ১২-০৯-২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চবকের পদনাম পরিবর্তনের বিষয়ে চাহিত তথ্যাদিসহ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসি'র অর্গানোগ্রামভুক্ত সচিব, উপসচিব ও সহকারী সচিব পদনাম এর পরিবর্তে উপযুক্ত পদনাম সংশোধনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুসারে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে সর্বশেষ ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয়। জবাব পাওয়া যায়নি।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. প্রশাসন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/ চবক/মোবক/পাবক/ বাস্থবক ও বিআইডব্লিউটিএ।

৮	**শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত**	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনেক পদ শূন্য রয়েছে। তিনি আরো জানান বিগত সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিআইডব্লিউটিসি'র নিয়োগ নিয়ম বর্হিভূতভাবে করা হয়েছে কিনা সেবিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এখনও জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয়নের পত্র পাওয়া যায়নি। সভাপতি জানান যে, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সকল শূন্যপদ অক্টোবর'২০২৩ মাসের মধ্যে পূরনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি জানান অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে জনবল নিয়োগ প্রদানের নিমিত্তে কার্যক্রম/বিজ্ঞপ্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। তিনি জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে কমিটির প্রতিনিধি মনোনয়নসহ প্রতিবেদন প্রদাণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল শূন্যপদে অক্টোবর'২০২৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জনবল নিয়োগ/ বিজ্ঞপ্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ২) বিআইডব্লিউটিসি'র নিয়োগ নিয়ম বর্হিভূতভাবে করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে গঠিত কমিটি যাচাই বাছাই করে করণীয় নির্ধারণসহ দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান।
৯	**মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:**			
	বিদ্যমান আইন-সমূহ যুগোপযোগী করে প্রণয়ন প্রসঙ্গে	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মোংলা বন্দরের "The Protection of Ports (Special measures) Act No. XVII of 1948" এর স্থলে "বন্দর সংরক্ষণ আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়ন করে এসংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার মতামত গ্রহণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ হতে প্রমিতকরণ করে গত ২০-০৬-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৭-০৮-২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান" সংক্রান্ত কমিটির প্রেরণ করা হয়েছে	সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক আইন সমূহ যুগোপযোগী করে প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে।	১. উপসচিব (মোবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	খ. নীতিগতভাবে অনুমোদিত আইন মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন সংক্রান্ত।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, ১। **The Ports (Amendment) Act, 2015" (বন্দর আইন ২০২৩)** (নীতিগত অনুমোদনের তারিখ ০৬ এপ্রিল ২০১৫): নীতিগত অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও	মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. মন্ত্রণালয় ২. দপ্তর ও সংস্থা।

সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং করে গত ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে "The Ports (Amendment) Act, 2015" জাতীয় সংসদে বিল আকারে প্রেরণ করা হলে জাতীয় সংসদের ১৭-১১-২০১৫ তারিখের বৈঠকে বিলটি ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হয়। অতপর "The Ports (Amendment) Act, 2015" আইনটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করে **"বন্দর আইন, ২০২৩"** প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর প্রক্রিয়া অনুসরণ অন্তে ১৪-০৬-২০২৩ তারিখেমন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি"র নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

২। <u>"The Bangladesh Inland Water Transport Corporation Order-1972" (নীতিগত অনুমোদনের তারিখ ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯)</u> : এর পরিবর্তে বাংলাভাষায় 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯'-এর খসড়ার মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর আইনটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০" মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কোনরূপ সংশোধন /পরিমার্জন/ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে ঐগুলি রহিত না করিয়া কেবল প্রয়োজনানুগ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন।''বর্ণিত নির্দেশনা মতে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে আইনটির ইংরেজিতে খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আইনের খসড়া পরীক্ষা নিরিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক ৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে ১ম সভা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ২য় সভা, ১৮ মে ২০২৩ তারিখে ৩য়

		সভা এবং ১০-০৮-২০২৩ তারিখে ৪র্থ সভা করা হয়। সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া সংশোধন করে প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিসি'কে ০৪-০৯-২০২৩ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে।		

	গ. সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সংশোধন/ পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইনে পরিণত-করণ	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, সামরিক শাসনামলে জারিকৃত ১)"The Inland Shipping Ordinance, 1976"বাতিল করে "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২২"প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সকল প্রক্রিয়া অনুসরন করে গত ১৩-০৭-২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রণীত খসড়া নিয়ে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। নীতিগত অনুমোদনের জন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে কতিপয় সংশোধনের নিমিত্ত সারসংক্ষেপটি ফেরত এনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রীঘই সংশোধীত সারসংক্ষেপটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক **The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983** বাতিল করে "বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন, ২০২২" প্রণয়ণের জন্য সকল প্রকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে গত ২০-০৪-২০২২ খ্রি. তারিখে প্রণীত আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। গত ১২-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে ১ম সভা, ২১ জুন, ২০২৩ খ্রি. তারিখ ২য় সভা এবং ০৪-০৯-২০২৩ তারিখে কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিমার্জিত খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সামরিক শাসনামলে জারিকৃত ১) "The Inland Shipping Ordinance, 1976" এবং ২) The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 দ্রুত অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	১. মন্ত্রণালয় ২. দপ্তর ও সংস্থা।
১০	বিবিধ:			

	১০.১ বিআইডব্লিউটিএর ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ সংক্রান্ত।	উপসচিব (টিএ) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যস্থতায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান এ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২১-০৬-২০২৩ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সেখানে সভা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। সভাপতি দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিআইডব্লিউটিএ'র বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও ২.উপসচিব (টিএ) নৌপরিবহন মন্ত্রণায়।
	১০.২বিভাগীয় মামলার তথ্য প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, বর্তমানে চলমান মামলা ৫টি। নতুন কোন মামলা দায়ের হয়নি। ১টি মামলার পুন:তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩টি মামলা তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমাণ। ১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সভাপতি দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ তাদের বিভাগীয় মামলার বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রত্যেকটি বিভাগীয় মামলা ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, প্রশাসন-১ শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৩ মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ সালের বাজেট বাস্তবায়ন	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, ১ম প্রান্তিকের বাজেট ছাড়করণ চলমান রয়েছে। সভাপতি অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	যথাযথভাবে মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বাজেট বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, বাজেট শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৪ মোবক-এর কর্মচারী প্রবিধানমালা অনুমোদন	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২ এর ৫৮ ধারার ক্ষমতা বলে কর্মচারী প্রবিধানমালা ২০২৩ প্রনয়ণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি কর্তৃক মোবকের কর্মচারী প্রবিধানমালা দ্রুত প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মোবক-এর কর্মচারী প্রবিধানমালা দ্রুত প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, মোবক ২. উপসচিব (), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৫ বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	উপসচিব (টিএ) জানান যে, গত ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো যাচাই-বাছাই/পর্যালোচনা করার জন্য যুগ্মসচিব(টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক করে ৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এ যাবত বিআইডব্লিউটি'র ১৭টি বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ৪টি পর্যালোচনা সভা করেছে। কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি কর্তৃক প্রতিবেদনটি দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২. উপসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

	১০.৬ স্থলবন্দরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে সাংগঠনিক কাঠামোর তফসিল-১ সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি ১৫ অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো ১৫ অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে অনুমোদন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (বাস্থবক) ২। উপসচিব (বাস্থবক)
	১০.৭ মেরিন একাডেমীসমূহের নিয়োগ বিধিমালা প্রনয়ণ	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, মেরিন একাডেমীসমূহের নিয়োগ বিধিমালা ১৫ মে ২০২৩ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। বিধিমালাটি পিএসসির মতামত গ্রহণ করে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি মেরিন একাডেমীসমূহে নিয়োগবিধিমালা প্রনয়নের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মেরিন একাডেমীসমূহের নিয়োগ বিধিমালা জরুরী ভিত্তিতে প্রণয়ন সম্পন্ন করতে হবে।	১. কমান্ড্যান্ট সকল মেরিন একাডেমী ২.নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা
	১০.৮ পাবকের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ	পাবকের সাংগঠনিক কাঠামোতে ইতোপূর্বে ৮৫ ক্যাটাগরির ৩৪১ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ১৮৪ ক্যাটাগরির ৭৬০টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি দ্রুত সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	পাবকের সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত হালনাগাদকরণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (পাবক) ২। সিনিয়র সহকারী সচিব (পাবক)
	১০.৯ বিআইডব্লিউটিএ'র আওতাধীন সকল নদীবন্দরের ফোরশোর সমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি	বিআইডব্লিউটিএ থেকে গত ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে টিএ শাখায় নদী বন্দর সমূহের ফোরশোর (তীরভূমি) বিআইডব্লিউটি'র অনুকূলে হস্তান্তর বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাওয়া যায় যার ওপর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি কর্তৃক আইন ও বিধি অনুসরন করে দ্রুত নদী বন্দর সমূহকে ফোরশোর এর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ফোর শোরসমূহের হস্তান্তর গ্রহণ ও মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে ।	১। চেয়ারম্যান (টিএ) ২। উপসচিব (টিএ)
	১০.১০ স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধাণমালা হালনাগাদকরণ	স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধাণমালা হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি দ্রুত প্রবিধাণমালা হালনাগাদকরণ শেষ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধাণমালা হালনাগাদকরণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (বাস্থবক) ২। উপসচিব (বাস্থবক)

	১০.১১ অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ সভাকে অবহিত করার অনুরোধ করেন। দপ্তর ও সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন।	সকল দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণকে দ্রুত অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	১. মন্ত্রণালয় ২. দপ্তর ও সংস্থা।
	১১। বিবিধ	আলোচনায় অংশ নিয়ে কমান্ড্যান্ট বরিশাল মেরিন একাডেমী জানান, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি মনিটরিং করলে ভালো হয়। চেয়ারম্যান, পাবক জানান পায়রা বন্দরের কয়েকটি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয় জড়িত। এ বিষয়টি নিয়ে সর্বশেষ ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি নিয়মিত এ সভা যাতে আহবান করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, জানান টিএতে ২৬০টি মামলা/রিট পিটিশন পেন্ডিং রয়েছে। পরিচালক (আইন) বিআইডব্লিউটিএ নিয়োগ হওয়া প্রয়োজন।	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা/কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন।	

১২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তফা কামাল
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২৩.৭০

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩০
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা
৩) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব